[2021] 8 এস. সি. আর. 849

যতীন নরেন্দ্র ওজা

বনাম

গুজরাটের উচ্চ আদালত

(2020 সালের রিট পিটিশন (দেওয়ানি) No.734)

অক্টোবর 28,2021

[সঞ্জয় কিষাণ কৌল এবং আর. সুভাষ রেড্ডি, জেজে।

] ভারতের সংবিধান-কলা। 32 , 142 সিনিয়র প্রত্যাহার উকিলের গাউন-পিটিশন ইউ/Art.32-- রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা-আবেদনকারী-প্রাক্তন মনোনীত প্রবীণ আইনজীবী এবং বারের সভাপতি অ্যাসোসিয়েশন অফ গুজরাট হাইকোর্ট অতীতে বিচারকদের উপর আপত্তিকর মন্তব্য করেছিল-অবশেষে, আবেদনকারীর ক্ষমাপ্রার্থনা একটি অঙ্গীকারের সাথে গ্রহণ করা হয়েছিল-- আবার বারের সভাপতি হিসাবে তাঁর ক্ষমতায় একজন প্রবীণ-হাইকোর্টের সর্বাধিক বিচারকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন-অবমাননার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল; সিনিয়রের গাউন প্রত্যাহারের জন্য নোটিশ-ক্ষমাপ্রার্থনা দেওয়া হয়েছিল-আসল পাওয়া যায়নি-হাইকোর্টের পূর্ণ বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে সিনিয়রের গাউনটির প্রিভিলেজ ডি প্রত্যাহার করেছে-অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ আবেদনকারীর মৌলিক অধিকারের কোনও প্রকৃত লঙ্ঘন নেই-তবে, আবেদনকারীকে আরও একটি এবং শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে-আবেদনকারীর পদবি 1.1.2022 থেকে সাময়িকভাবে দুই বছরের জন্য পুনরুদ্ধার করা হয়েছে-যদি আচরণে কোনও লঙ্ঘন হয়। আবেদনকারীর এই সময়ের মধ্যে, হাইকোর্ট অ্যাটর্নি অ্যাক্ট, 1961 প্রদত্ত উক্ত অনুগ্রহ প্রত্যাহার করতে পারে।

-

রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করে আদালত বলেছেঃ 1. এই আদালত হাইকোর্টের মতামতকে সম্মান করলেও এফ আবেদনকারীকে আরও একটি এবং শেষ সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে। একরকমভাবে এটি প্রকৃতপক্ষে ভারতের সংবিধানের 142 অনুচ্ছেদের সাহায্যে করা যেতে পারে কারণ হাইকোর্টের কৌঁসুলির যুক্তিতে যোগ্যতা রয়েছে যে আবেদনকারীর মৌলিক অধিকারের কোনও প্রকৃত লঙ্ঘন নেই। সাময়িকভাবে পদবি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে।

1.1.2022 থেকে দুই বছরের জন্য আবেদনকারীর। এটি হাইকোর্ট যা পর্যবেক্ষণ করবে এবং সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে কিভাবে আবেদনকারী আর কোনও সুযোগ ছাড়াই একজন প্রবীণ আইনজীবী হিসাবে আচরণ করে এবং নিজেকে পরিচালনা করে। কোন ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ গ্রহণযোগ্য কিনা তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব হাইকোর্টের।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

হাইকোর্ট তার পদবি সাময়িকভাবে অব্যাহত রাখার বা স্থায়ীভাবে পুনরুদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই দুই বছরের মধ্যে আবেদনকারীর আচরণে যদি কোনও লঙ্ঘন হয়, তা হলে হাইকোর্ট আবেদনটি প্রত্যাহার করার অধিকারের মধ্যে থাকবে। হাইকোর্টকে তার আচরণে ত্রুটি খুঁজে বের করার কোনও কারণ না দিয়ে আবেদনকারী এবং বি-এর নির্দোষ আচরণের জন্য তাঁর কৌঁসুলির দেওয়া আশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এই আদালত দুই বছরের জন্য যে অনুগ্রহ প্রদান করেছে। [অনুচ্ছেদ 11,12] [854-বি-এফ] যতীন নরেন্দ্র ওঝা বনাম খেমচান্দ রাজারাম কোস্তি এবং ওরস। (2016) 15 এসসিসি 236: [2016] 4 এস. সি. আর 756; ইন্দিরা

জয়সিং ভি। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট (2017) 9 এস. সি. সি 766: [2017] 10 এস. সি. আর 478; মডার্ন ডেন্টাল কলেজ বনাম। স্টেট অফ এমপি (2016) 7 এস. সি. সি 353: [2016] 3 এস. সি. আর 579-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2016] 4 এসসিআর 756	উল্লেখ করা	অনুচ্ছেদ 2
[2017] 10 এসসিআর 478		অনুচ্ছেদ 5
[2016] 3 এসসিআর 579	উল্লেখ করা	অনুচ্ছেদ 10

নাগরিক মৌলিক বিচারঃ রিট পিটিশন (দেওয়ানি) No.734

2020 সালের (ভারতীয় সংবিধানের 32 অনুচ্ছেদের অধীনে)

ডঃ অভিষেক মনু সিংভি, অরবিন্দ দাতার, শেখর নাফাদে, প্রবীণ এইচ পারেখ, মিহির যোশী, রশেষ ওঝা, সিনিয়র অ্যাডভাস। , পূর্বিশ জিতেন্দ্র এফ মালকান, শ্রীমতী কৃতি শাহ, আদিত্য গুপ্ত, শ্রীমতী ধরিতা পি মালকান, শ্রীমতী দীপা গোরাসিয়া, অলোক কুমার, শ্রীমতী নন্দিনী ছাবড়া, শ্রীমতী ভাবনা সরকার, আইনজীবীরা। আবেদনকারীর জন্য। দুষ্যন্ত দাভে, সিনিয়র অ্যাড. , নিখিল গোয়েল, শ্রীমতী নবীন গোয়েল, বিনয় ম্যাথিউ, ই. সি. আগরওয়ালা, আইনজীবীরা। উত্তরদাতার জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল

সঞ্জয় কিষাণ কৌল, জে. ।। শেষ সুযোগের পর আরও একটি সুযোগ। এমনটাই মনে হয় আবেদনকারী জনাব যতীন নরেন্দ্র ওজার পক্ষ থেকে যা অনুরোধ করা হয়েছে-বহু বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা আইনজীবী, বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি

[সঞ্জয় কিষাণ কৌল, জে।]

তিনি বহুবার গুজরাট হাইকোর্টের বিচারপতি এবং একজন প্রাক্তন এ মনোনীত প্রবীণ আইনজীবী ছিলেন। গুজরাট হাইকোর্টের একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে প্রবীণের গাউনটির বিশেষাধিকার প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং ভারতের সংবিধানের 32 অনুচ্ছেদের অধীনে বর্তমান পিটিশনে এটিই আক্রমণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

2. হাইকোর্টের সাথে বা সুপ্রিম কোর্টের বিষয় বি-এর সাথে আবেদনকারীর এটি প্রথম দৌড় নয়। সমস্যাটি দেখা যাচ্ছে যে আবেদনকারী একজন প্রবীণ আইনজীবী এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে তাঁর ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখেন বলে মনে হয় না এবং এইভাবে বারবার লক্ষ্মণ রেখা অতিক্রম করেন। গুজরাট হাইকোর্টের পক্ষ থেকে দায়ের করা লিখিত নোটে (সংক্ষেপে 'হাইকোর্ট') উল্লেখ করা হয়েছে যে, 2006 সালে তিনি দুই নামধারী বিচারপতির বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য দিয়েছিলেন, তাঁদের বিশ্বাস এবং ভারতের সংবিধান ও আইনের প্রতি আনুগত্যের উপর সন্দেহ প্রকাশ করে দাবি করেছিলেন যে, তাঁরা সেই সময়ের রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছে তা বন্ধক রেখেছিলেন। এর ফলে 27.4.2006-এ অবমাননার নোটিশ জারি করা হয় এবং 30.8.2006 এবং 12.10.2006 তারিখের পূর্ববর্তী আদেশে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়। যদিও আবেদনকারীকে একটি দীর্ঘ দড়ি দিতে চেয়ে এই আদালত শেষ পর্যন্ত তাদের ডি-কে বহিষ্কার করে। আবেদনকারীর ক্ষমাপ্রার্থনা একটি অঙ্গীকারের সাথে গ্রহণ করা হয়েছিল, যা ছিল5ম যতীন নরেন্দ্র ওজার বিবরণ। খেমচান্দ রাজারাম কোষ্টি এবং অন্যান্

3. 21.03.2020-এ আবেদনকারী মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে একটি চিঠি লিখেছেন। বারের সভাপতি হিসাবে হাইকোর্টের প্রবীণতম বিচারপতির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি অ্যাসোসিয়েশন। এরপর আবেদনকারী হাইকোর্টকে "জুয়াড়িদআশ্রয়স্থল" বলে অভিহিত করার তিন দিন পর বার অ্যাসোসিয়েশনের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে 8.6.2020-এ চিঠিটি প্রচার করে সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেন। হোয়াটসঅ্যাপ বার্তাগুলি একটি সংবাদ সম্মেলন 05.06.2020 ("প্রেস এফ কনফারেন্স") অনুষ্ঠিত করে প্রচারিত হয়েছিল, যার ফলে হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছিল।

, 4. আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দ্বৈত মামলা দায়ের করা হয়-একটি অবমাননার এবং অন্যটি একটি নোটিশ যে কেন গাউনটির বিশেষাধিকার প্রত্যাহার করা উচিত নয়। এটি আবেদনকারীর বক্তব্য যে তিনি এই উভয় কার্যধারার দ্বারপ্রান্তে একটি ক্ষমা প্রার্থনা জি জমা দিয়েছেন। যাই হোক না কেন, পূর্ণ আদালত সর্বসম্মতভাবে খুঁজে পেয়েছে যে তার ক্ষমাপ্রার্থনা খাঁটি ছিল না। উভয় কার্যধারা থেকে স্পষ্ট যুক্তি হল যে প্রথম ক্ষমা প্রার্থনাটি 41 দিন পর অর্থাৎ 16.7.2020-এ উত্থাপিত হয়েছিল, যে সময়ে প্রতিটি প্রচেষ্টা করা হয়েছিল

1 (2016) 15 এসসিসি 236

গুণাবলীর ভিত্তিতে আচরণকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য এবং শেষ অবলম্বন হিসাবে ক্ষমা চাওয়া হয়েছিল। এর আগে কোনও অনুশোচনা বা অনুশোচনা ছিল না। ক্ষমাপ্রার্থনাকে বারবার আচরণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা "চড়, দুঃখিত এবং ভুলে যাওয়া" এর সমান হবে। যেহেতু আবেদনকারীর জারি করা বিবৃতিগুলি আদালতের বিশাল ক্ষতি করেছে এবং ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে মেরামত করা যায়নি, তাই তা গ্রহণ করা হয়নি। বিবৃতিগুলি 'বি' মুহূর্তের উত্তাপে দেওয়া হয়নি, বরং সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পূর্ণ আদালতের প্রতিটি সদস্য পৃথকভাবে অনুভব করেছিলেন যে ক্ষমাপ্রার্থনা কেবল একটি কাগজের ক্ষমাপ্রার্থনা। গাউনটির বিশেষাধিকার প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

5. আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে উচ্চ আদালত আপত্তি জানিয়েছে ভারতের সংবিধানের 32 অনুচ্ছেদের অধীনে একটি পিটিশনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা। 1961 সালের অ্যাটর্নি অ্যাক্টের অধীনে প্রণীত বিধিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র কাউন্সেল হিসাবে পদবি আবেদনকারীর পক্ষে মৌলিক অধিকারের চেয়ে অনেক কম অধিকার তৈরি করে না। সুতরাং, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে যা প্রত্যাহার করা হয়েছে তা একটি 'বিশেষাধিকার' এবং একটি 'অধিকার' নয়। একটি পদমর্যাদা প্রদানের প্রকৃতিকে একটি বিশেষাধিকার হিসাবে উপস্থাপন করা হয় (ইন্দিরা জয়সিং বনাম। 2) এবং, এইভাবে, যাঁরা এই বিশেষাধিকার প্রদান করেছেন তাঁদের দ্বারা এই বিশেষাধিকার প্রত্যাহার করা এটিকে মোটেও ন্যায়সঙ্গত করে তুলবে না, বিশেষত যেহেতু এই ধরনের প্রত্যাহার পুনরায় এই ধরনের বিশেষাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নয়। এইভাবে বলা হয় যে, অধিকারের অভাবে কোনও ম্যান্ডামাস রিট জারি করা যাবে না।

6. হাইকোর্টের পক্ষ থেকে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এই বিশেষাধিকার প্রদানের বিষয়টি কেবল নির্দিষ্ট কিছু আইনি দক্ষতার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না, বরং আচরণের একটি উচ্চতর মানের উপরও নির্ভর করে এবং যদি এই ধরনের পূর্বধারণা অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে কর্তৃপক্ষ এই বিশেষাধিকার প্রত্যাহার করার ক্ষমতা রাখে। যা অনুরোধ করা হয়েছে তা হল এই অধিকারটি পুনরায় প্রদান করা একটি ম্যান্ডামাস রিটের মাধ্যমে আবেদনকারী বিধিবদ্ধ নিয়মের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। । 7. ডঃ সিংভি এবং অন্যান্য কৌঁসুলি, তাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মীকে সাহায্য করতে এসে আবেদনকারীর আচরণকে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করেননি। যুক্তির দিকনির্দেশনা হল যে এই আদালতের দেখানো উচিত সহানুভূতি। পদবি প্রত্যাহার সময়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় এবং আবেদনকারীকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে এটি অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কঠোর। নির্দিষ্ট সময়সীমার পরে পদমর্যাদার জন্য নতুন করে আবেদন জমা দেওয়া আসলে কোনও মুক্তি নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

2 (2017) 9 এস. সি. সি 766

৪. ডঃ সিংভি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন যে আবেদনকারী রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে বারের সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়গুলি প্রচার না করার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তরিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। আবেদনকারী বেশ কয়েকটি চিঠি লিখে এবং অনেক উপস্থাপনা করে ব্যবস্থার মধ্যে অভিযোগগুলি সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন যা একটি শান্ত এবং সংযত ভাষায় বি ছিল। অভিযোগটি বিচারকদের বিরুদ্ধে নয়, বরং রেজিস্ট্রির কাজের পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁর অসহায়তা এবং ভুক্তভোগী আইনজীবীদের জীবনকে সান্ত্বনা দিতে না পারার কারণে আবেদনকারী এমনকি বারের সভাপতি পদ থেকেও পদত্যাগ করেছিলেন কিন্তু বারের সর্বসম্মত মতামতের কারণে তা প্রত্যাহার করে নেন। সংবাদ সম্মেলনটি সি বলে উল্লেখ করা হয়েছিল শেষ অবলম্বন হিসাবে বিরোধগুলি সমাধানে তাঁর অক্ষমতার চূড়ান্ত পরিণতি। সংবাদ সম্মেলনের সময় আবেদনকারী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন এবং এমন বক্তব্য দিয়েছিলেন যার জন্য তিনি শুরু থেকেই অত্যন্ত ক্ষমাপ্রার্থী ছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে আবেগময় বক্তব্যগুলি পূর্বপরিকল্পিত ছিল না, এবং তাই, তিনি যা বলেছিলেন তার কিছু অংশের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে প্রমাণ করা যায় যে তিনি সামগ্রিকভাবে বেঞ্চের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন না।

৯. পূর্ণাঙ্গ আদালতের কার্যধারাতেও বলা হয়েছিল যে, দ্বারপ্রান্তে একটি ক্ষমা প্রার্থনা জমা দেওয়া হয়েছে। তবে, পূর্ণাঙ্গ আদালত মতামত দিয়েছিল যে ক্ষমাপ্রার্থনা প্রথমবার দেওয়া হলেও ক্ষমাপ্রার্থনা গ্রহণ করা হত না কারণ এটি দ্বারপ্রান্তে জমা দেওয়া হয়নি। পূর্ণাঙ্গ আদালতের সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ অবমাননার কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

10. ডঃ সিংভি প্রকৃতপক্ষে এর আনুপাতিকতার উপর ক্যানভাস করতে চেয়েছিলেন পূর্ণ আদালতের সিদ্ধান্ত, যেমন আবেদনকারী যিনি মাঝে মাঝে আদালতকে সম্বোধন করেছিলেন; এমনকি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবেও যে তিনি কখনও কখনও বারের সভাপতি হিসাবে ভূমিকা পালন করার সময় তার ভারসাম্য হারান এবং তিনি কখনও বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিতে ইচ্ছুক। আমরা তাকে জানিয়েছিলাম যে এটি তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত ছিল এবং আমরা অবশ্যই বারের সদস্য হিসাবে জি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার তার অধিকারকে বাধা দিতে চাই না। এটি তাঁর এবং তাঁর কৌঁসুলির বক্তব্য ছিল যে আবেদনকারী তাঁর পাঠ শিখেছেন এবং তাই তাঁকে অবশ্যই মুক্তির সুযোগ দিতে হবে। পদ প্রত্যাহারকে যে কোনও প্রবীণ আইনজীবীর জন্য সবচেয়ে কঠোর শাস্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং সেই পক্ষে, কানাডার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকসনের পর্যবেক্ষণ

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

'আর. ভি'-এর একটি ঐতিহাসিক মামলায় এ। 'ওকস'-কে মডার্ন ডেন্টাল কলেজ ভি-তে উল্লেখ করা হয়েছে। এম. পি. 3-এর অবস্থা নিম্নরূপঃ

" একটি পদক্ষেপের ক্ষতিকারক প্রভাব যত বেশি গুরুতর হবে, একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজে যদি পদক্ষেপটি যুক্তিসঙ্গত এবং স্পষ্টভাবে ন্যায়সঙ্গত হতে হয় তবে উদ্দেশ্যটি তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে।

11। উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের সামনে থাকা বিতর্কিত আদেশে হস্তক্ষেপ করার মতো খুব কম ভিত্তিই খুঁজে পাই। আমরা হাইকোর্টের মতামতকে সম্মান করি কিন্তু তবুও আবেদনকারীকে আরও একটি এবং শেষ সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি। একটি উপায়ে এটি প্রকৃতপক্ষে ভারতের সংবিধানের 142 অনুচ্ছেদের সাহায্যে করা যেতে পারে কারণ এর যুক্তিতে যোগ্যতা রয়েছে হাইকোর্টের পক্ষে বিজ্ঞ উকিল যে আবেদনকারীর মৌলিক অধিকারের প্রকৃত লঙ্ঘন নেই। প্রশ্ন হল, কীভাবে এই শেষ সুযোগ দেওয়া উচিত?

12. আমরা মনে করি যে 1.1.2022 থেকে দুই বছরের ডি সময়ের জন্য আবেদনকারীর পদবি সাময়িকভাবে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে। এটি হাইকোর্ট যা পর্যবেক্ষণ করবে এবং সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আবেদনকারী আর কোনও সুযোগ ছাড়াই একজন প্রবীণ আইনজীবী হিসাবে কীভাবে আচরণ করে এবং নিজেকে পরিচালনা করে। তাঁর আচরণ গ্রহণযোগ্য কিনা তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব হাইকোর্টের, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট তাঁর পদবি সাময়িকভাবে অব্যাহত রাখার বা স্থায়ীভাবে পুনরুদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই দুই বছরের মধ্যে আবেদনকারীর আচরণে যদি 'ই "-এর কোনও লঙ্ঘন ঘটে থাকে, তা হলে হাইকোর্ট তার দুই বছরের জন্য যে ছাড় দিয়েছে তা প্রত্যাহার করার অধিকারের মধ্যে থাকবে, যা তার আচরণে ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য হাইকোর্টকে কোনও কারণ না দিয়ে আবেদনকারী এবং তার কৌঁসুলির দেওয়া আশ্বাসের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারীর ভাগ্য তার যথাযথ আচরণের উপর নির্ভরশীল। তার নিজের হাইকোর্টের সামনে একজন প্রবীণ আইনজীবী হিসাবে, যার চূড়ান্ত বক্তব্য থাকবে। আমরা যা করতে চাই তা হল তাকে দুই বছরের একটি সুযোগ দেওয়া যাতে তিনি দেখাতে পারেন যে তিনি আমাদের যা আশ্বাস দিয়েছেন তা সত্যই বোঝাতে চান। আমরা কেবল আশা করতে পারি যে আবেদনকারী তাঁর আশ্বাস মেনে চলবেন এবং হাইকোর্ট বা আমাদের অন্য কিছু ভাবার কোনও কারণ দেবেন না।

13. আমরা এই আশাবাদী আশা নিয়ে উপরোক্ত নির্দেশাবলী সহ রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি করি।

রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করা হল

দিব্যাপান্ডে

3 (2016) 7 এস. সি. সি 353

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen